Volume 13 August, 2023 ISSN.No.2277-6540

Shristi

A Peer Reviewed Journal of Women Cell, Lumding College Unit

A Peer Reviewed Journal of the Women Cell Lumding College Unit
Lumding, Hojai, Assam, 782-447

Patron
Dr. Mrinal Kanti Paul
Principal

Advisory Board, 2023

Prof. Amalendu Chakraborty, Vice Chancellor, Rabindranath Tagore University, Hojai, Email: chakramal@gmail.com; Prof. Usharanjan Bhattacharjee, Ex-HOD, Bengali, Gauhati University; Dr. Malini Goswami, Ex-Vice Chancellor, Assam Women's University, Email: malinee.g@gmail.com; Prof. Parag Phukan, Department of Geological Sciences, Gauhati University, Email: p_phukan@rediffmail.com.

Review Committee, 2023

Dr. Dibakar Goswami, Academic Register (Rtd.), Rabindranath Tagore University; Professor Dipendu Das, HOD, English, Assam University; Dr. Sima Paul, Associate Professor, Department of Education, Assam University; Dr. Bharat Prasad Tripathi, Associate Professor, Department of Hindi, NEHU; Dr. Durba Deb, Assistant Professor, Department of Bengali, Assam University; Devoraj Mili, Assistant Professor, Department of Assamese, Rabindranath Tagore University, Email: dvrjml@gmail.com; Dr. Partha Sarathi Dutta, Associate Professor, Department of Botany, Lumding College; Dr. Sanjay Kanti Das, HOD, Department of Commerce, Lumding College.

Editorial Board

Chief Editor
Dr. Jahnabi Das
Email: dbjjahnabi@gmail.com

Editors

Seema Nath
seemaphylc@gmail.com

Madhumita Deb
madhumita.deb1@gmail.com

Dr. Onkita Misra
misraonkita@gmail.com

Sampurna Bora
sam.in9090@gmail.com

Sudhargshu Priya Bharati
spbharati1994.spb@gmail.com

© 2023, Women Cell, Lumding College Unit
ISSN 2277-6540

Cover: Editorial Board, Shristi

Published by

Women Cell, Lumding College Unit, Lumding-782 447,
Phone: 03674-26364
Fax: 03674-263375, Website :www.lumdingcollege.org

Printed at

Rani Publication, Lumding

ISSN 2277-6540

A PEER REVIEWED JOURNAL
OF
THE WOMEN CELL, LUMDING COLLEGE UNIT

Vol.13 August 2023

CONTENTS

Invited Papers :

- নামঘোষা ঃ এক অধ্যয়ন
  গীতাঞ্জলি নাথ — i
- হ্যারিয়েট মারটিন্যু সমাজবিজ্ঞানের জননী: একটি অমিমাংসিত বিতর্ক
  খ. ম. রেজাউল করিম — vii
- সামাজিক নৈতিকতা ও দুটো বাংলা উপন্যাস ঃ একটি তুলনামূলক আলোচনা
  সঞ্জয় ভট্টাচার্য — xv
- NARRATIVISING THE TRAUMA OF PARTITION IN TWO SELECT BENGALI NOVELS
  Sharif Atiquzzaman — xv
- FOLK SONGS OF FISHING COMMUNITIES: A DESCRIPTIVE STUDY IN ASSAM
  Avijit Kumar Dutta — xxi
- A STUDY ON HUMAN TRAFFICKING IN NEPAL-INDIA BORDER
  Sukanta Sarkar* and Sanjay Kanti Das** — xxv

A. Literature :

- য়েছে দৰজে ঠংচিৰ 'মৌন ওঁঠ মুখৰ হৃদয়' উপন্যাসত নাৰীৰ অৱস্থান ঃ এটি আলোচনা
  মনশ্রী বৰঠাকুৰ — 1
- হোমেন বৰগোহাঞিৰ 'পিতা - পুত্র' উপন্যাসত স্বাধীনোত্তৰ যুগৰ ছবি ঃ এক চমু অৱলোকন
  গায়ত্রী দুৱৰা — 5
- ন্যায়সূত্রোক্ত উপমানতত্ত্ব মীমাংসা
  শঙ্কর চ্যাটার্জী — 11
- রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নদী-প্রেক্ষিত চরিত্র ঃ পুনর্বিচার
  সঞ্জয় চন্দ্র দাস — 19
- কথাসাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর জীবন ও শিল্প ঃ একটি পর্যালোচনা
  অঞ্জন পাল — 25

Journal Women Cell, Lumding College Unit
Vol. 13, August - 2023, pp- 19-24 ISSN-2277-6540

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নদী-প্রেক্ষিত চরিত্র : পুনর্বিচার

সঞ্জয় চন্দ্র দাস, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়, পাণ্ডু, গুয়াহাটি-১২

সংক্ষিপ্ত সার

নদীমাতৃক বঙ্গভূমিতে যে-সব সাহিত্যিকরা নদী-প্রেক্ষিত অফুরন্ত সাহিত্য ভান্ডার সৃষ্টি করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর সাহিত্য ভাণ্ডারের বিভিন্ন শাখার মতো ছোটগল্পেও নদী-প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষাপট এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। রবীন্দ্রনাথকে অবিভক্ত বাংলার নদীয়া, পাবনা, রাজসাহী প্রভৃতি জেলার জমিদারি দেখার সুবাদে বিভিন্ন নদীপথে চলাফেরা করতে হয়েছিল। সেই সময় তিনি বাংলার পল্লীর জীবনযাত্রা নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছেন। আর, তখনই শুরু হয়েছিল তাঁর ছোটগল্পের ধারা। পল্লীর জীবনযাত্রার সঙ্গে নদী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই তাঁর ছোটগল্পে নদী এসেছে বিভিন্নভাবে। মানব জীবনের সঙ্গে নদীর যে একটা নিবিড় সম্পর্ক ও মিল জড়িয়ে রয়েছে তা তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্পে বিভিন্ন উপমা ও তুলনার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর কিছু ছোটগল্পে বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে নদী-চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়, যেমন– 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'অতিথি', 'ছুটি', 'সুভা' 'সমাপ্তি' ইত্যাদি গল্প। অন্যদিকে, মানব চরিত্রের উপর নদী-প্রকৃতির পরিবেশ কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তা লক্ষ করা যায় তাঁর কিছু ছোটগল্পে। এই গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দালিয়া', 'শাস্তি', 'শুভদৃষ্টি', 'পোস্টমাস্টার', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মণিহারা', 'নিশিথে' ইত্যাদি। বিপরীতভাবে তাঁর ছোটগল্পে মানব চরিত্রের প্রভাবও নদীর উপর আরোপিত হয়েছে এবং নদী নিজেই কখনো কখনো বিচিত্র সত্তায় জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে। এভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্পে মানবজীবনের নানা অনুবন্ধ ও চরিত্রের সঙ্গে বার বার নদীর প্রসঙ্গ টেনে এনে শিল্প-ব্যঞ্জনার গভীরতা সৃষ্টি করেছেন এবং বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন।

বীজশব্দ : রবীন্দ্রনাথ, ছোটগল্প, নদী-প্রেক্ষিত, চরিত্র, প্রভাব, পুনরন্বেষণ।

১. ভূমিকা ঃ

নদীমাতৃক বঙ্গভূমিতে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত অফুরন্ত নদী-প্রেক্ষিত সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যেও আমরা নদীকে পাই। তাঁর অসাধারণ সাহিত্য ভাণ্ডারের বিভিন্ন শাখায় নানাভাবে নদী-প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষাপট ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, তবে তাঁর ছোটগল্পে নদী এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিশেষত উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ পিতার নির্দেশে ১৮৯০ সাল নাগাদ অবিভক্ত বাংলার নদীয়া, পাবনা, রাজসাহী প্রভৃতি জেলার জমিদারি দেখার ভার নিয়েছিলেন।[১] তখন "জমিদারি দেখতে তাঁকে চলাফেরা করতে হয় জলপথে : 'বোট ভাসিয়ে চলে যেতুম, পদ্মা থেকে পাবনার কোলের ইছামতিতে, ইছামতি থেকে বড়লে ছড়ো সাগরে, চলন বিলে, আত্রাইয়ে, নাগর নদীতে, যমুনা পেরিয়ে সাজাদপুরের খাল বেয়ে সাজাদপুরে।' "[২] কবি নিজে আরও বলেছেন, "এক সময় ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে, দেখেছি বাংলার পল্লীর জীবনযাত্রা।"[৩] আর সেই সময় যৌবনে পদ্মার বুকে সঞ্চরমান তরুণ কবিকে যখন মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে জাগিয়ে রাখছিল তখনই শুরু হয়েছিল তাঁর ছোটগল্পের ধারা। তাই সমসাময়িক কালে দেখা বাংলার নদী-কেন্দ্রিক বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি তাঁর ছোটগল্পকে অনবদ্য মাত্রা দান করেছে। সেই সময় ইন্দিরাদেবীকে লেখা 'ছিন্নপত্র'-এর মধ্যেও আমরা রবীন্দ্রনাথের নদীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন উপলব্ধির পরিচয় পাই। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে তাঁর জীবনের প্রথম গঙ্গানদী দর্শনের অভিজ্ঞতার কথা পাই।[৪] রবীন্দ্র জীবনীতে দেখতে পাই তাঁর পূর্বপুরুষ পঞ্চানন কুশারীর কাল থেকে বানিজ্যিক সূত্রে নদীকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা কালক্রমে ঠাকুর পরিবারের জমিদারি বংশে প্রবাহিত হয়েছে।[৫] রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে শেষবারের মতো ১৯৩৭ সালে বাংলার নদীর বুক বেয়ে আলমোড়া থেকে ফেরার পথে তাঁর জমিদারি রাজসাহী জেলার পতিসরে গিয়েছিলেন।[৬]

২. উদ্দেশ্য ঃ

রবীন্দ্রনাথের জীবনে দীর্ঘকালীন নদী-কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির পরিচয় আমরা পাই, যা তাঁর ছোটগল্পের নদী-

প্রেক্ষিত চরিত্র সৃষ্টিতে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। তাঁর ছোটগল্পে নদী-প্রেক্ষিত চরিত্রগুলি কীভাবে নানাদিক থেকে শিল্প-মর্যাদায় রসোত্তীর্ণ হয়ে সার্থকতা লাভ করেছে, সেটা দেখানোর উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

৩. সাহিত্যিক পর্যালোচনা ঃ

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের চরিত্র মূল্যায়ন নিয়ে ইতিপূর্বে বহু আলোচনা ও পর্যালোচনা হয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের চরিত্র আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচকগণ কখনো কখনো নদীর প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন, কিন্তু নদী-প্রেক্ষিত চরিত্র মূল্যায়ন নিয়ে তেমন বিশেষ আলোচনা আমাদের চোখে পড়ে না। ইতিপূর্বে যেসব গ্রন্থ ও প্রবন্ধে রবীন্দ্র ছোটগল্পের চরিত্র ও নদীর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য- সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (চতুর্থ খণ্ড), দেবেশ আচার্যের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থ এবং বারীন্দ্র বসুর 'ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ', মীনাক্ষী সিংহের 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প', সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ : রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ', অশোককুমার মিশ্রের 'বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি প্রবন্ধ। তাই নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্র-ছোটগল্পে নদী-প্রেক্ষিত চরিত্র মূল্যায়ন নিয়ে একটি নতুন গবেষণা পত্র প্রস্তুতের সম্পূর্ণ অবকাশ রয়েছে।

৪. পদ্ধতি ঃ

'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নদী-প্রেক্ষিত চরিত্র : পুনর্বিচার' শীর্ষক গবেষণা পত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথের কিছু নির্বাচিত ছোটগল্পকে অবলম্বন করে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছি। আলোচনার সুবিধা ও পদ্ধতিগত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে সমগ্র গবেষণা পত্রটিকে আমরা এভাবে ভাগ করেছি- সংক্ষিপ্তসার (পত্রের বিমূর্ত ও বীজশব্দ), ভূমিকা (পরিচয় ও উদ্দেশ্য), সাহিত্য পর্যালোচনা, পদ্ধতি, বিশ্লেষণ, উপসংহার ও তথ্যসূত্র (আকর ও সহায়িকা গ্রন্থের তথ্য- সমগ্র)। তথ্যসূত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এ. পি. এ বিন্যাস (APA format) ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে নদী-প্রেক্ষিত চরিত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যে প্রাকৃতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, দার্শনিক ও শৈল্পিক বিষয়বস্তুর উপস্থাপন করা হয়েছে, তার কারণ উদ্ভাবন করে তাকে যথাযথ বিশ্লেষণের প্রয়াস করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মূলত আরোহী, অবরোহী ও তুলনামূলক পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে।

৫. বিশ্লেষণ ঃ

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নদী এসেছে বিভিন্নভাবে। মানব জীবনের সঙ্গে নদীর যে একটা নিবিড় সম্পর্ক ও মিল রয়েছে তা তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্পে অনবদ্যভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর ছোটগল্পে বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে নদী-চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এর মধ্যে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পটি অন্যতম। এই গল্পে নদী-চরিত্রের সঙ্গে খোকাবাবু চরিত্রের অদ্ভুত মিল লক্ষ করা যায়। দুরন্ত নদী কারোর বাঁধন মানে না, শিশুর মতোই নদী অবাধ্য। খোকাবাবুও নদীর মতো উদ্দাম, দুরন্ত ও চঞ্চল। তাই রাইচরণের নিষেধাজ্ঞা সে না মেনে জলের দিকে ধাবিত হল এবং পরক্ষণেই দেখা যায়, "যেন দুষ্টামি করিয়া কোন এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া একলক্ষ শিশু প্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুত বেগে পলায়ন করিতেছে।"[৮] খোকাবাবু এখানে আর মানব শিশু হয়ে থাকেনি, সে যেন প্রকৃতির দুরন্ত নদী-প্রবাহ হয়ে ছুটে গেছে 'একলক্ষ শিশু প্রবাহ'-এ। চুম্বক যেমন চম্বুককে টানে, তেমনই একলক্ষ দুরন্ত প্রবাহও যেন আরেক দুরন্ত প্রবাহ স্বরূপ খোকাবাবুকে খেলাঘরে টেনে নিয়েছে- "দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বার বার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল। একবার ঝপঞ্জ করিয়া শব্দ হইল।... মুহূর্তে রাইচরণের রক্ত হিম হইয়া গেল।"[৯]

রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পের বিভিন্ন স্থানে তারাপদ চরিত্রের সঙ্গে নদী-চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তারাপদর দেহ বর্ণনার মধ্যেই যেন পবিত্র নদী বর্তমান - "অনাবৃত দেহখানি সর্বপ্রকাশ বাহুল্য বর্জিত;... যেন সে পূর্বজন্মে তাপস বালক ছিল এবং নির্মল তপস্যার প্রভাবে তাহার শরীর হইতে শরীরাংশ বহুল পরিমাণে ক্ষয় হইয়া একটি সম্মার্জিত ব্রাহ্মণ্যশ্রী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।"[১০] তার দেহ নদীর মতোই অনাবৃত, সুন্দর ও শান্ত। নদীপ্রকৃতির মতোই "অন্তরের মধ্যে সে (তারাপদ) সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং মুক্ত ছিল। অনেক কদর্য দৃশ্য তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, কিন্তু তাহা তাহার মনের মধ্যে সঞ্চিত হইবার তিলমাত্র অবসর প্রাপ্ত হয় নাই।... অন্যান্য বন্ধনের ন্যায় কোন প্রকার অভ্যাস বন্ধনও তাহার মনকে বাধ্য করিতে পারে নাই।"[১১] নদীর মধ্য দিয়ে অনেক কুৎসিক, কদর্য আবর্জনা ভেসে যায়, কিন্তু নদী সেগুলিকে আপন পবিত্রতায় আত্মসাৎ করে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নদীর গতি-স্রোতে কোনো আবর্জনা সঞ্চিত হয় না, কোনো বন্ধনও সেই স্রোতকে বাঁধতে পারে না। তারাপদও তা-ই। তারাপদ যে আসলে একটি মনুষ্য বালক মাত্র নয়, সে যে বিশ্ব-প্রকৃতির একটি নদীচরিত্র হয়ে উঠেছে তার আরও স্পষ্ট প্রমাণ, "মানুষমাত্রেই নিজের একটি স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানভূমি আছে; কিন্তু তারাপদ এই অনন্ত নীলাম্বরবাহী বিশ্বপ্রবাহের একটি আনন্দোজ্জ্বল তরঙ্গ- ভূত ভবিষ্যতের সহিত তাহার কোনো বন্ধন নাই- সম্মুখোভিমুখে চলিয়া যাওয়াই তাহার একমাত্র কার্য।"[১২] সুতরাং পিতা-মাতা তথা পরিবারের বন্ধন,

জমিদার মতিলালবাবু ও তার স্ত্রী অন্নপূর্ণার স্নেহবন্ধন, সোনামণির বন্ধুত্বের বন্ধন, চারুশশীর প্রেমবন্ধন - কোনো বন্ধনই তারাপদকে বেঁধে রাখতে পারেনি।

সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের ফটিক চরিত্রের সঙ্গে গ্রাম-বাংলার মুক্ত ও উদ্দাম নদী-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য উদ্ভাসিত হয়, "সেই নদীতীর,... সেইসব দলবল, উপদ্রব স্বাধীনতা"[১৩] ইত্যাদি ফটিক চরিত্রের লক্ষণ। তাই কলকাতা মামার বাড়িতে পড়াশোনা করতে গিয়ে ফটিক টিকতে পারেনি। কারণ, ফটিক কলকাতার বদ্ধ ডোবা নয়, সে গ্রাম-বাংলার মুক্ত নদী- প্রকৃতি। আর নদী কখনো আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। নদী গিয়ে মিশে সমুদ্রে। তাই ফটিকও "অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে,"[১৪] অর্থাৎ কলকাতার বদ্ধ ডোবা থেকে 'ছুটি' নিয়ে সমুদ্রে প্রবাহিত হয়ে মুক্তিলাভ করেছে। এখানেই 'ছুটি' গল্পের সার্থকতা। জনৈক সমালোচক বলেছেন, " 'ছুটি' গল্পের ফটিক প্রকৃতির সন্তান।"[১৫] এই উদ্ধৃতিটিকে আরও একটু স্বতন্ত্রভাবে বলা যায়, ফটিক চরিত্রটি যেন গ্রাম-বাংলার নদী-প্রকৃতির সন্তান।

উপরোক্ত তিনটি গল্পে আমরা দেখি, রবীন্দ্রনাথ নদী-প্রেক্ষিত পল্লী-জীবনাভিজ্ঞতার পটভূমি থেকে গল্পগুলি রচনা করলেও এগুলি ততটা বস্তুভিত্তিক নয়, যতটা সূক্ষ্ম ভাবরসের উদ্বোধক। বলতে গেলে আধ্যাত্মিক-রসবিভোরতা কিছুটা দার্শনিকতার আবেশ রচনা করেছে। তিনটি গল্পের প্রধান তিনটি চরিত্রই যেন আত্মা থেকে পরমাত্মায় মিলিত হয়েছে; যেন নদী গিয়ে মিশেছে সমুদ্রে। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' ও 'ছুটি' গল্পে তা মৃত্যুচেতনার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেয়েছে। বাঁধন-ছেঁড়া মুক্ত গতিপথে মুক্তির আনন্দ গল্পগুলিকে রবীন্দ্র-দর্শনের অন্যতম রসাস্বাদনের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। আর এই দর্শন-চেতনা তাঁর অন্যান্য রচনায়ও ছড়িয়ে রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ 'সুভা' ও 'সমাপ্তি' গল্পে নদীকে গুরুত্বপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেছেন। গল্প দুটির নায়িকা সুভা ও মৃন্ময়ী চরিত্রের মধ্যে গ্রামবাংলার নদীচরিত্রের রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। "নদীটি বাংলাদেশের ছোটো একটি নদী, গৃহস্থঘরের মেয়েটির মতো।"[১৬] সুভাও তেমনি বাংলাদেশের ছোটো নদীটির মতো গৃহস্থঘরের মেয়ে। ছোটো নদীর মতোই সে মূক, কথা বলতে পারে না; অথচ নদী-প্রকৃতির সঙ্গে তার অন্তরাত্মার যোগ। কিন্তু নীরব নদী মতো এই বোবা মেয়েটির অন্তরাত্মার কথা প্রেমিক প্রতাপ, পিতা-মাতা কিংবা স্বামী- কেউই বুঝতে পারেনি। 'সমাপ্তি' গল্পে নদীকে দেখি- "শ্রাবণের শেষে জলে ভরিয়া উঠিয়া একেবারে গ্রামের বেড়া ও বাঁশঝাড়ের তলদেশ চুম্বন করিয়া চলিয়াছে।"[১৭] ঠিক এই নদীর মতোই প্রথমাবস্থায় মৃন্ময়ী দুরন্ত, উদ্দাম ও স্বাধীনচেতা। তাই সে শাশুড়ির অবাধ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু যেমন "নদীটি ক্ষুদ্র। বর্ষা অন্তে প্রায় শুকাইয়া যায়।"[১৮] তেমনি শ্রাবণের দুরন্ত হাস্যাধারার মৃন্ময়ী শেষপর্যন্ত বর্ষার শেষে শুকিয়ে যাওয়া নদীর মতো অশ্রুধারার আবেগপূর্ণ শান্ত নদীতে পরিণত হয়েছে, "অনেক দিনের একটি হাস্যধারায় অসম্পূর্ণ চেষ্টা আজ অশ্রুধারায় সমাপ্ত হইল।"[১৯]

রবীন্দ্রনাথের কিছু ছোটগল্পে মানব-চরিত্রের উপর নদী-প্রেক্ষিত প্রকৃতি-পরিবেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁর 'শাস্তি' গল্পের প্রধান চরিত্র দুখিরাম। সে তার স্ত্রী হত্যার পিছনে নদী-প্রেক্ষিত ভয়ঙ্কর পরিবেশ অনেকটা প্রভাব বিস্তার করেছে। সেইদিনের পরিবেশটা ছিল এমন- "বাহিরেও অত্যন্ত গুমট।.... এখনো চারিদিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই।... অদূরে বর্ষায় পদ্মা নবমেঘছায়ায় বড়ো ভয়ংকর ভাব ধারণ করিয়া চলিয়াছে। শস্যক্ষেত্রের অধিকাংশই ভাঙিয়া লোকালয়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে।"[২০] আর এমনি এক ভয়ঙ্কর দিনে সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লান্ত দুখিরাম সন্ধ্যাবেলায় স্ত্রীর কাছে ভাত চায়, অথচ ভাতের পরিবর্তে যখন সে স্ত্রীর মুখ থেকে কুৎসিত শেষ বাক্য শুনতে পায় তখন, "গোপন কুৎসিত শ্লেষ দুখিরামের হঠাৎ কেমন একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল।...মুহূর্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না ভাবিয়া একেবারে স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল।"[২১] সেই মুহূর্তে নদীর সেইদিনকার ভয়ঙ্কর ধ্বংসাত্মক রূপ যেন দুখিরামের উপর ভর করেছে।

নদীর ভয়ঙ্কর রূপ যেমন চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে ধ্বংসলীলা বইয়ে দিতে পারে, তেমনি নদী-প্রেক্ষিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও মানব-চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে কান্তিচন্দ্র নামক একজন নিষ্ঠুর শিকারির মনও সৌন্দর্যে ও আনন্দে ভরিয়ে দিতে পারে, যা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের 'শুভদৃষ্টি' গল্পে। যেমন, "সেইদিনের শরতের শিশিরে এবং প্রভাতের রৌদ্রে নদীতীরের বিকশিত কাশবনটি ঝলমল করিতেছিল, তাহার মধ্যে সেই সরল নবীন মুখখানি (গল্পের নায়িকা) কান্তিচন্দ্রের মুগ্ধ চক্ষে আশ্বিনের আসন্ন আগমনীর একটি আনন্দচ্ছবি আঁকিয়া দিল।"[২২] আবার 'পোস্টমাস্টার' গল্পে একদিকে নদীর শান্ত, করুণ, মায়াময়তা; অন্যদিকে নদীর উদাসীন, বৈরাগ্য দার্শনিকতা- এই দ্বৈতসত্তার দ্বন্দ্ব যে পোস্টমাস্টার চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে তা আমরা গল্পের উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে পারি, "নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরনীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে (পোস্টমাস্টার) অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন... একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত অনাথিনীকে (রতন) সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি'- কিন্তু পালে তখন বাতাস পাইয়াছে, ... নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে- এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।"[২৩] এমনই এক পরিবেশে পোস্টমাস্টার "নদীবক্ষে পাল তোলা

নৌকায় বসে নদীতীরস্থ শ্মশানের হাওয়ায় সস্তা দার্শনিকতার মধ্যে সব রকমের পিছন টানকে ভুলতে চেয়েছেন।"[24]

রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মণিহারা', 'নিশিথে' ইত্যাদি অতিপ্রাকৃত ছোটগল্পগুলিতে চরিত্রের উপর নদী-প্রেক্ষিত পরিবেশের প্রভাব বিশেষভাবে আরোপিত হয়েছে। 'ক্ষুধিত পাষাণ' তাঁর অতি বিখ্যাত অতিপ্রাকৃত গল্প। বক্তার মুখে গল্পটি সম্পূর্ণ বানানো গল্প হলেও গল্পের নায়ক চরিত্রের (এখানে বক্তাই নায়ক) উপর পারিপার্শ্বিক পাহাড়ি নদীপ্রকৃতির পরিবেশ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে, "নির্জন পাহাড়ের নীচে বড়ো বড়ো বনের ভিতর দিয়া শুস্তা নদীটি (সংস্কৃত স্বচ্ছতোয়ার অপভ্রংশ) উপলমুখরিত পথে নিপুণা নর্তকীর মতো পদে পদে বাঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রুত নৃত্যে চলিয়া গিয়াছে। ঠিক সেই নদীর ধারেই পাথর-বাঁধানো দেড়শত সোপানময় অত্যুচ্চ ঘাটের উপরে একটি শ্বেত প্রস্তরের প্রাসাদ শৈলপদমূলে একাকী দাঁড়াইয়া আছে— নিকটে কোথাও লোকালয় নাই।"[25] আর, এমনই এক ঐতিহ্যমণ্ডিত নির্জন নদীপরিবেশে যখন গল্পের নায়ক সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে আরাম কেদারা নিয়ে নদীতটে বসেছিল তখন নদী-প্রেক্ষিত ঐতিহাসিক পরিবেশ কি ব্যাপকভাবে যে চরিত্রের ইন্দ্রিয়ের উপর ভর করেছে তা সহজেই অনুমেয়, "সূর্য যখন গিরিশিখরের অন্তরালে ... এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। ... এই গ্রীষ্মের সায়াহ্নে একদল প্রমোদচঞ্চল নারী সুস্তার জলের মধ্যে স্নান করিতে নামিয়াছে। ... তাহারা যেমন আমার নিকট অদৃশ্য, আমিও যেন তাহাদের নিকট অদৃশ্য। নদী পূর্ববৎ স্থির ছিল, কিন্তু আমার নিকট স্পষ্ট বোধ হইল, ... হাসিয়া হাসিয়া সখীগণ পরস্পরের গায়ে জল ছুঁড়িয়া মারিতেছে, এবং সন্তরণকারিনীদের পদাঘাতে জলবিন্দুরাশি মুক্তামুষ্টির আকাশে ছিটিয়া পড়িতেছে।"[26] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ এমন পাহাড়ি-নদী দেখার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন পিতার সঙ্গে হিমালয় যাত্রাকালে ডালহৌসী পাহাড়ে গিয়ে।[27] আর, এই 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্প লেখার অনুপ্রেরণা ও উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন আমেদাবাদে সবরমতী নদীতটে সত্যেন্দ্রনাথের বাস করা বাদশাহদের আমলে তৈরি প্রাসাদে গিয়ে।[28]

'মণিহারা' গল্পটির বক্তা হল গ্রামের একজন স্কুল মাস্টার। গল্পের মূল ঘটনায় উল্লিখিত নদী তীরস্থ অট্টালিকার বাসিন্দা ফণিভূষণ সাহা ব্যবসায় খতিগ্রস্ত হয়ে স্ত্রী মণিমালিকার কাছে গয়না চাওয়া এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মণিমালিকার নিরুদ্দেশ হওয়া, তারপর নিরুদ্দেশ হওয়ার তৃতীয় দিন রাতে সমস্ত গায়ে গয়না পরা একটি কঙ্কাল হতাশাগ্রস্ত ফণিভূষণকে অঙ্গুলি-সংকেতে ডেকে ঘাটের উপর দিয়ে নদীর দিকে নিয়ে যাওয়া ও ফণিভূষণের সলিল সমাধি, এই ঘটনাটি যে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য তা গল্পের শেষে বক্তা এবং শ্রোতার কথোপকথনের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ, গল্পের বক্তা নিজেই তা স্বীকার করেছেন। তাছাড়া গল্পের শ্রোতা যে স্বয়ং গল্পের নায়ক ফণিভূষণ, তা বক্তা জানত না। তাহলে সেদিন গল্পে উল্লিখিত নদীর ঘাটের সোপানে বসে স্কুল মাস্টার যে রোমাঞ্চকর ভৌতিক পরিবেশের গল্প বলে গেলেন তার পিছনে কাজ করেছে সেদিনকার নদীর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ। তাই সেদিনের সন্ধ্যাবেলার পরিবেশটা একটু লক্ষ করা যাক, "জানালা ভাঙা বারান্দা-ঝুলিয়ে পড়া জরাগ্রস্ত বৃহৎ অট্টালিকা সম্মুখে অশ্বত্থমূল বিদারিত ঘাটের উপর ঝিল্লিমুখর সন্ধ্যাবেলায় একলা বসিয়া আমার (ফণিভূষণ) শুষ্ক চক্ষুর কোণ ভিজিবে-ভিজিবে করিতেছে, এমন সময়ে মাথা হইতে পা পর্যন্ত হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিলাম 'মহাশয়ের কোথা হইতে আগমন।' দেখিলাম ভদ্রলোকটি স্বল্পাহারশীর্ণ, ... কর্মক্ষেত্র হইতে যেন অল্পক্ষণ হইল ফিরিতেছেন। এবং যে সময় কিঞ্চিৎ জলপান খাওয়া উচিত ছিল সে সময় হতভাগ্য নদীতীরে কেবল সন্ধ্যার হাওয়া খাইতে আসিয়াছেন।[29] আসলে জলপানের পরিবর্তে নদীতীরে সন্ধ্যার হাওয়া খেতে আসার মধ্যেই রয়ে গেছে নদীপ্রকৃতির প্রতি স্কুলমাস্টারের একটা টান এবং নদীতীরস্থ ভূতুরে বাড়িটির পরিবেশ তাঁর বানানো গল্প রচনা করতে সাহায্য করেছে। তাই শ্রোতার কৌতূহল ছাড়াই নিজেই গিয়ে ফণিভূষণের সঙ্গে আলাপ করে তাঁরই জীবনের ভৌতিক গল্প ফেঁদে বসেন। আসলে নদী-প্রেক্ষিত সেইদিনের পরিবেশটাই তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করে গল্প বলাতে বাধ্য করিয়েছে।

'নিশিথে গল্পের জমিদার দক্ষিণাচরণবাবু তাঁর দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী মনোরমাকে নিয়ে পদ্মাতীরবর্তী চরে বেড়াতে এলে রাতের নির্জনতায় সেই সময় নদী-প্রেক্ষিত পরিবেশ দক্ষিণাচরণের উপরে প্রভাব বিস্তার করে এবং প্রয়াত প্রথমা স্ত্রীর প্রতি সতি ভালোবাসার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে ভয়ের সৃষ্টি করে, "সেইসময় জনমানবশূন্য নিঃসঙ্গ মরুভূমির মধ্যে গম্ভীর স্বরে কে তিনবার বলিয়া উঠিল, "ও কে? ও কে? ও কে?' আমি (দক্ষিণাচরণবাবু) চমকিয়া উঠিলাম, ... এই শব্দ মানুষের নহে, অমানুষিকও নহে- জলচর পাখির ডাক।"[30] সুতরাং সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখা যায় নদী-প্রেক্ষিত "নৈশ প্রকৃতির ঘনান্ধকার নিশাচর পাখির ভয় জাগানো চিৎকার 'নিশীথে' গল্পের অতিপ্রাকৃত পটভূমি নির্মান করেছে।"[31] জমিদারের প্রথমপক্ষের স্ত্রী অসুখে পড়ে মৃত্যুর পূর্বে মনোরমাকে দেখে একদিন সন্ধ্যাবেলা ভয় পেয়ে বলেছিলেন- ও কে ও কে গো।' আর সেই শব্দটাই তাঁর মনের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে এবং সেদিন নদী-প্রেক্ষিত ছমছমে পরিবেশ তাঁর উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নদী-প্রকৃতির পরিবেশ যেমন মানব-চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, তেমনই মানব-চরিত্রের প্রভাব নদীর উপর আরোপিত হয়েছে এবং নদী নিজেই কখনো কখনো বিচিত্র সত্তায় জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে। যেমন, 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পে নদী এক জায়গায় যেন দুরন্ত বালক হয়ে উঠেছে- "যেন দুষ্টামি করিয়া... এক লক্ষ শিশুপ্রবাহ সহাস্য কলস্বরে... দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে।"[32] আবার এই গল্পেই নদী ভয়ঙ্কর রাক্ষুসির চরিত্রে আবতীর্ণ হয়েছে- "ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম

শস্যক্ষেত্র একএক গ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল।"[৩৩] এ যেন তাঁর 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতাকে মনে করিয়ে দেয়- "রাক্ষসী ঝটিকা হাঁকে! 'দাও দাও দাও' / সিন্ধু ফেনোচ্ছলছলে / কোটি উর্ধ্বকরে বলে 'দাও দাও দাও'।"[৩৪] আবার উল্লিখিত গল্পেই পদ্মানদী রূপ পাল্টে উদাসীন চরিত্রে পরিণত হয়েছে- "পৃথিবীর এই সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।"[৩৫] নদীর এমনই জীবন্ত চরিত্র বর্ণনা তার 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের বহু পত্রেও ছড়িয়ে আছে।

'শুভা' গল্পে নদী একান্তই গৃহস্থঘরের মেয়ের রূপে অতুলনীয় ভঙ্গিতে উপস্থিত হয়েছে- "নদীটি বাংলাদেশের ছোট নদী, গৃহস্থঘরের মেয়ের মতো; ..... নিরলসা তন্বী নদীটি আপন কূল রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া যায়।"[৩৬] আবার 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে নদী "নর্তকীর মতো পদে পদে বাঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রুত নৃত্যে চলিয়া গিয়াছে।"[৩৭] অন্যদিকে নদী একান্ত স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক চরিত্র রূপে উপস্থিত হয়েছে 'রাসমণির ছেলে' গল্পে — "গ্রামে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে আর ঠিক তাহার পাশ দিয়াই কৌতুকে কলশব্দে নদী অবিরত ছুটিয়া চলিয়াছে।"[৩৮] এভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে নদীকে চারিত্রিক মহিমায় উপস্থাপিত করে শৈল্পিক মাধুর্য সৃষ্টি করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্পে মানবজীবনের নানা অনুবন্ধ ও চরিত্রের সঙ্গে বার বার নদীর উপমা টেনে এনেছেন। যেমন,

(ক) "বর্ষার প্রারম্ভে গঙ্গা যেমন প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠে, কুসুম তেমনি দেখিতে দেখিতে প্রতিদিন সৌন্দর্যে যৌবনে ভরিয়া উঠিতে লাগিল।"[৩৯] (ঘাটের কথা)

(খ) "মানুষ ভূতকে ভয় করে, ভূতও মানুষকে ভয় করে, মৃত্যুনদীর দুইপারে দুইজনের বাস।"[৪০] (জীবিত ও মৃত)

(গ) "কিন্তু মনের বেগ পার্বতী নদীর মতো নিজের জন্মশিখরে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে না।"[৪১] (প্রতিবেশিনী)

এমন আরও অসংখ্য উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পকে শিল্প-ব্যঞ্জনার গভীরতায় উন্নীত করে এক ভিন্নমাত্রা দান করেছে।

৬. উপসংহার ঃ

উপসংহারে এসে আমরা দেখতে পেলাম রবীন্দ্রনাথ অবিভক্ত বাংলার জমিদারি দেখার সুবাদে নদীকেন্দ্রিক গ্রাম-বাংলার পল্লীর জীবনযাত্রা নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছেন। যার অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ছোটগল্পের ধারায়। মানব জীবনের সঙ্গে নদীর যে একটা নিবিড় সম্পর্ক ও মিল রয়েছে তা তিনি বহু ছোটগল্পে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট, উপমা, তুলনা ইত্যাদির মাধ্যমে দিয়ে তুলে ধরেছেন। তাঁর কিছু ছোটগল্পের চরিত্রের সঙ্গে নদী-চরিত্রের বেশ মিল আছে এবং মানব চরিত্রের উপর নদী-প্রেক্ষিত প্রকৃতি-পরিবেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। অন্যদিকে, তাঁর ছোটগল্পে নদী-প্রকৃতির পরিবেশ যেমন মানব চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, তেমনই মানব চরিত্রের প্রভাব নদীর উপর আরোপিত হয়েছে। তাই নদী নিজেই কখনো কখনো বিচিত্র সত্তায় জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে। এভাবে তিনি তাঁর ছোটগল্পে মানবজীবনের নানা অনুবন্ধ ও চরিত্রের সঙ্গে বার বার নদীর উপমা টেনে এনেছেন। বলা বাহুল্য, নদীমাতৃক বাংলাদেশের অন্তর্জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মার মিলন ঘটে তাঁর ছোটগল্প রচনায় এমন এক প্রেরণার যোগান দিয়েছিল যে সুকুমার সেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেই ভগীরথের গঙ্গাবতারণের সঙ্গে তুলনা করেছেন, "বাঙ্গালাদেশের নিভৃত অন্তরটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশের তুলনা হয় ভগীরথের গঙ্গাবতারণের সঙ্গে।"[৪২] সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নদীর ভূমিকা যে অপরিসীম তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই তাঁর ছোটগল্পে নদী-প্রেক্ষিতে মানব-জীবনের চরিত্র বিচিত্র ভূমিকায় শিল্প-মাধুর্যে চিররসোত্তীর্ণ হয়ে এক অনবদ্য মাত্রা দান করেছে।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১. রায়, গোপালচন্দ্র; 'রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী', দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃঃ ৫

২. আনিউজ্জামান, 'রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ববঙ্গের অন্তর্লোক' (প্রবন্ধ), 'দেশ' (পত্রিকা), ৭৮ বর্ষ ১৩ সংখ্যা, ২ মে ২০১১, সম্পা. হর্ষ দত্ত, পৃঃ ৭২

৩. বসু, বারীন্দ্র; 'ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ' (প্রবন্ধ), 'প্রবন্ধ সঞ্চয়ন' (প্রবন্ধ সংকলন), রত্নাবলী, মার্চ ২০০৬, সম্পা. সত্যব্রতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার, পৃঃ ১২৫০

৪. সিংহ, মীনাক্ষী; 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' (প্রবন্ধ), 'সাহিত্য-প্রবন্ধ ঃ প্রবন্ধ সাহিত্য' (প্রবন্ধ সংকলন) বঙ্গীয় সাহিত্যসংসদ, মাঘ ১৪১১, সম্পা. হীরেন চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণগোপাল রায়, পৃঃ ৬১৮

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; 'জীবনস্মৃতি', 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' (নবম খণ্ড); বিশ্বভারতী; পৌষ . ৪১৭, পৃঃ ৪২৬

৬. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার; 'রবীন্দ্র-জীবনকথা'; আনন্দ পাবলিশার্স; বৈশাখ . ৪১৭, পৃঃ ৩-৪

৭. চৌধুরী, অমিতাভ; 'রবিকাহিনী'; ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট; নয়া দিল্লি, পৃঃ ৫৫-৫৬
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; 'গল্পগুচ্ছ'; রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন; ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ : ৪২
৯. তদেব, পৃ: ৪২
১০. তদেব, পৃ: ২১৫
১১. তদেব, পৃ: ২১৭
১২. তদেব, পৃ: ২১৮
১৩. তদেব, পৃ: ১০০
১৪. তদেব, পৃ: ১০১
১৫. আচার্য, দেবেশ; 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (আধুনিক যুগ); ইউনাইটেড বুক এজেন্সী; জানুয়ারি ২০০৭, পৃ: ৪৩৮
১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; 'গল্পগুচ্ছ'; প্রাগুক্ত, পৃ: ১০২
১৭. তদেব, পৃ: ১৩১
১৮. তদেব, পৃ: ১৩১
১৯. তদেব, পৃ : ১৪১১
২০. তদেব, পৃ: ১২৫
২১. তদেব, পৃ: ১২৫
২২. তদেব, পৃ: ২৮২
২৩. তদেব, পৃ: ৩০
২৪. চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ; 'গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ : রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ'; বামা পুস্তকালয়; প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১০, পৃ: ২৮
২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; 'গল্পগুচ্ছ'; প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৯
২৬. তদেব, পৃ: ২১০
২৭. মজুমদার, লীলা রায়; জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি (রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা) (দ্বিতীয় ভাগ); ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট; ২০০৭, পৃ : ৬
২৮. তদেব, পৃ: ১৯-২০
২৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; 'গল্পগুচ্ছ'; প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫৫
৩০. তদেব, পৃ: ১৭৯
৩১. মিশ্র, অশোককুমার; 'বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় রবীন্দ্রনাথ' (প্রবন্ধ) সেকাল ও একাল' (গ্রন্থ), সাহিত্য সঙ্গী, মার্চ ২০০৯, পৃ: ২৩০
৩২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; 'গল্পগুচ্ছ', প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২
৩৩. তদেব, পৃ: ৪১
৩৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; 'সঞ্চয়িতা'; পুনশ্চ; আগস্ট ২০০২, পৃ: ২১-২২
৩৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; 'গল্পগুচ্ছ', প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২
৩৬. তদেব, পৃ: ১০২
৩৭. তদেব, পৃ: ২০৯
৩৮. তদেব, পৃ: ৩৮৫
৩৯. তদেব, পৃ: ৮
৪০. তদেব, পৃ: ৭৬
৪১. তদেব, পৃ: ২৮৮
৪২. সেন, সুকুমার; 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (চতুর্থ খণ্ড); আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ : ২৫৮